যুগান্তর

তারিখ 18 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

শিক্ষার্থীশূন্য চবি : আমানত হলে আতংক কাটেনি

আবু বক্কর রাহাত, চবি থেকে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ আমানত হলে এখনও ফেরেনি স্বাভাবিক অবস্থা। '৭৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আধিপত্য বজায় নিয়ে প্রতিপক্ষের হামলা ও ছাত্র সংগঠনগুলোর সংঘর্ষে হলটিতে নিহত হয়েছে কমপক্ষে ৫ জন। আহত হয়েছে দুই শতাধিক। দীর্ঘদিন ছাত্রশিবিরের দখলে থাকা এ হলে সর্বশেষ রোববার ছাত্রলীগ ও শিবিরের সংঘর্ষে এক শিবির নেতা নিহত ও আরও ৩০ নেতাকর্মী আহত হওয়ার পর হলটির ভেতরে এখন শুধু রক্তের গন্ধ আর বারান্দায় জানালার কাচের টুকরো। সংঘর্ষের ৫ দিন অতিবাহিত হলেও কোনো পদক্ষেপই নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। স্বরেজমিন দেখা গেছে, রোববারের সংঘর্ষে বিভিন্ন জায়গায় এখনও রয়েছে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ।

ভাঙচুর করা হয় ৪৮টি কক্ষ : সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ আমানত হলের ৪৮টি কক্ষে ভাঙচুর করা হয়। এছাড়া হলের অফিস ভাঙচুর করা হয় ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পানি দিয়ে ভিজিয়ে দেয়া হয়। কক্ষগুলোর মধ্যে রয়েছে মূলভবনের অতিথি কক্ষ, দ্বিতীয় তলার ২২০ থেকে ২০৮, ১০২ থেকে ১২০, ৩২০ থেকে ৩৪৪ এবং ১২২ থেকে ২৪৬ নম্বর কক্ষসহ বর্ধিত ভবনের বেশ কয়েকটি কক্ষ।

হল ছাড়ছে শিক্ষার্থীরা : স্থায়ীভাবে হল ছাড়তে শুরু করেছে শাহ আমানত হলের আবাসিক শিক্ষার্থীরা। বিভিন্ন সময় ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে হামলার সময়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরাই শিকার হয় বলে অভিযোগ তাদের। জোবায়ের আল মাহমুদ নামের আইন বিভাগের এক শিক্ষার্থী যুগান্তরের এ প্রতিবেদককে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শুধু রাজনৈতিক কর্মীদের কথাই ভাবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কথা ভাবে না। দিনের বেলায় কয়েক ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ হলেও সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে ভাবতে প্রশাসনের কাউকে দেখা যায়নি। শুধু আমানত হলই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটি হলই এখন 'শিক্ষার্থীশূন্য'। বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহজালাল হল, সোহরাওয়ার্দী হল, আলাওল হল, এফ রহমান হলসহ সবকটি হলেরই সাধারণ শিক্ষার্থীদের চলে যেতে দেখা গেছে।

তদন্ত কাজে ধীরগতি : এদিকে সংঘর্ষের ঘটনার ৫ দিন পার হলেও তদন্ত কাজই শুরু করতে পারেনি তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি। 'খুব অল্প সময়ের মধ্যে তদন্তের কাজ শেষ হবে' বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এমন আশ্বাসের পরও গতানুগতিক ধারায় এগোচ্ছে তদন্ত কমিটি। এ বিষয়ে কথা বললে তদন্ত কমিটির প্রধান অধ্যাপক ড. মহিউদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, তদন্তের বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশনা পেয়েছি মাত্র। সংঘর্ষের স্থান দেখা হয়ে গেছে। তারপর কাজ শুরু করা হবে বলেও তিনি জানান।

পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় শিক্ষার্থী নিহতের অভিযোগ : এদিকে রোববারের সংঘর্ষের জন্য পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়হীনতার কারণে এ ঘটনা ঘটেছে এবং পুলিশ সক্রিয় থাকলে প্রাণহানির ঘটনা এড়ানো যেত বলে মনে করছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের দফতর সম্পাদক জালাল আহমেদের হাত ও দুই পায়ের রগ কেটে দেয়ার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল শেষে ছাত্রলীগের উত্তেজিত নেতাকর্মীরা কয়েক দফা শাহ আমানত আবাসিক হলে প্রবেশ করার চেষ্টা করলেও প্রথম দিকে পুলিশ বাধা দেয়। এরপর ছাত্রলীগ কর্মীরা দলে প্রবেশ করলে পুলিশ দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এ সময় উভয় পক্ষ হলের ভেতর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এই দুই পক্ষের মধ্যে এই সংঘর্ষ চলাকালে কোনো পুলিশ সদস্যকে হলের ভেতর প্রবেশ করতে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ করেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত অনেকেই। অথচ এ সময় ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলস্টেশন এলাকায় অবস্থান করছিল র‍্যাব। ঘটনাটি স্বীকার করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক গাজী মৌহিদ ওসমান। তিনি বলেন, জালাল আহমেদের ওপর হামলার জের ধরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পুলিশ তাদের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছে। আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কী কী ব্যবস্থা নেবে, এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার।

প্রভোস্টের অনুমতি ছাড়াই হলে প্রবেশ করে পুলিশ : শাহ আমানত হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মনসুর আহমেদের অনুমতি ছাড়াই প্রথমবার হলে প্রবেশ করে পুলিশ। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, সংঘর্ষের দিন রোববার হলের প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষকদের অনুমতি ছাড়াই হলে প্রবেশ করে পুলিশ। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মানুযায়ী হলের প্রভোস্টের অনুমতি ছাড়া আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রবেশের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সেদিন কোনো আইন মানেনি তারা। আর এভাবেই হলে তল্লাশি চালিয়ে ১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর সংঘর্ষে শিবিরের শাহ আমানত হলের সাধারণ সম্পাদক মামুন হায়দার নিহত ও ৩০ জন আহত হয়। বিষয়টি স্বীকার করে হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মনসুর আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, হলে প্রবেশের বিষয়ে আমার সঙ্গে কোনো কথা হয়নি।